بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ نَحۡمَدُہٗ وَنُصَلِّیۡ عَلٰی رَسُوۡلِہِ الۡکَرِیۡمِ وَعَلٰی عَبۡدِہِ الۡمَسِیۡحِ الۡمَوۡعُوۡد

খুতবা জুম'আ

নবুয়্যতের মাপকাঠিতে এই জামা'তকে যাচাই কর এরপর দেখ সত্য কার সাথে। আমরা তা-ই উপস্থাপন করি যা নবীগণ উপস্থাপন করেছেন। কুরআন, হাদীস ও যৌক্তিক প্রমাণাদি অর্থাৎ যুগের অবস্থা যা এক সংস্কারককে হাতছানি দিয়ে ডাকছে। লন্ডন থেকে 'আল্ হাকাম' পত্রিকার কল্যাণময় প্রকাশ।

সৈয়্যদনা হযরত আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক লণ্ডনের বায়তুল ফুতুহ্ মসজিদ হতে প্রদত্ত ২৩শে মার্চ ২০১৮-এর জুমআর সংক্ষিপ্তসার

তাশাহুদ, তাঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন:

আজকে ২৩ মার্চ। আমাদের জামা'তে মসীহ্ মওউদ দিবসের প্রেক্ষাপটে এ দিনটিকে স্মরণ করা হয়। মসীহ্ মওউদ দিবসের দৃষ্টিকোণ থেকে জামা'তগুলো জলসারও আয়োজন করে থাকে। এখন আমি হযরত মসীহ্ মওউদ(আ.)-এর কতক উক্তি আপনাদের সামনে উপস্থাপন করব যাতে তিনিমসীহ্ মওউদের আবির্ভাবের উদ্দেশ্য, প্রয়োজনীয়তা এবং তাঁর মর্যাদা সম্বন্ধে আলোকপাত করেছেন। তাঁর দাবির পর নামসর্বস্ব মুসলমান আলেমরা জনসাধারণকে তাঁর বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তোলার সর্বাত্মক চেষ্টা করেছে। যতটা নিচে নামা সম্ভব ছিল তারা নেমেছে আর এখনো তারা এটিই করছে। কিন্তু ঐশী সমর্থনে তাঁর জামা'ত উন্নতি করছে আর নেক প্রকৃতির মানুষ জামা'তভুক্ত হচ্ছে। যাহোক হযরত মসীহ মওউদ(আ.) ঐশী প্রতিশ্রুতি অনুসারে তাঁর আগমনের কথা উল্লেখ করতে গিয়ে আর এই ঘোষণা করতে গিয়ে বলেন,

সত্যিকার তওহীদ বা একত্ববাদ এবং রসূলে করীম(সা.)-এর সম্মান, সম্ভ্রম, সত্যতা এবং আল্লাহ্‌র কিতাব তথা কুরআন শরীফ আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে কিনা সে বিষয়ে অন্যায়ভাবে হামলা করা হয়েছে। আল্লাহ তা'লার আত্মাভিমানের দাবি কি এটি হওয়া উচিত নয় যেনতিনি সেই ক্রুশ ভঙ্গকারীকে নাযিল করেন? কেননা তখন মহানবী(সা.)-এর পবিত্র সত্তা এবং ইসলামের ওপর আক্রমণ খ্রিষ্টানদের পক্ষ থেকে হচ্ছিল। তিনি বলেন, আল্লাহ্ কি স্বীয় প্রতিশ্রুতি إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ (সূরা আল হিজর: ১০) ভুলে গেছেন? নিশ্চিতভাবে স্মরণ রেখো, আল্লাহ্‌র প্রতিশ্রুতি সত্য আর স্বীয় প্রতিশ্রুতি অনুসারে তিনি পৃথিবীতে এক সতর্ককারী প্রেরণ করেছেন। জগদ্বাসী তাকে গ্রহণ করে নি কিন্তু খোদা তা'লা অবশ্যই তাকে গ্রহণ করবেন আর জোরালো আক্রমণের মাধ্যমে তাঁর সত্যতা প্রকাশ করবেন। তিনি বলেন, আমি সত্যি করে বলছি, আল্লাহ্ তা'লার প্রতিশ্রুতি অনুসারে আমি মসীহ্ মওউদ হিসেবে প্রেরিত হয়েছি। ইচ্ছা হয় গ্রহণ কর নাহয় প্রত্যাখ্যান কর, কিন্তু ৫ তামাদের প্রত্যাখ্যানে কিছুই হবে না, আল্লাহ যে সংকল্প করে রেখেছেন তা অবশ্যই বাস্তবায়িত হবে। কেননা আল্লাহ্ তা'লা পূর্বেই বারাহীনে আহ্‌মদীয়ায় বলে রেখেছেন যে, **'সাদাকাল্লাহু ওয়া রাসুলুহু ওয়া কানা ওয়া'দাম্ মাফউলা'** অর্থাৎ আল্লাহ্‌ও তাঁর রসূলের কথা সত্য প্রমাণিত হয়েছে আর খোদার প্রতিশ্রুতি পূর্ণ হয়েছে। আরেক স্থানে তিনি বলেন,

নবুয়্যতের মাপকাঠিতে এই জামা'তকে যাচাই কর এরপর দেখ সত্য কার সাথে। কাল্পনিক নীতি এবং কাল্পনিক প্রস্তাবনায় কিছু যায় আসে না আর কাল্পনিক কথার মাধ্যমে আমি নিজের দাবির সত্যায়নও করি না। আমি আমার দাবিকে নবুয়্যতের মাপকাঠিতে উপস্থাপন করি, তাহলে কোন কারণে একই মাপকাঠিতে এর সত্যতা যাচাই করা হবে না। আমার কথাগুলো যে ব্যক্তি আন্তরিকভাবে শুনবে আমি নিশ্চিত যে, সে লাভবান হবে আর তা মেনে নিবে। কিন্তু যাদের হৃদয়ে কার্পণ্য ও বিদ্বেষ রয়েছে আমার কথায় তাদের কোন উপকারই হবে না।

তিনি বলেন, প্রত্যেক সত্যান্বেষীর আমাদের কাছে আমাদের দাবির প্রমাণ চাওয়ারঅধিকার রয়েছে। এটি সঠিক কথা, দাবির প্রমাণচাওয়া উচিত, এটি সবার অধিকার, এজন্য আমরা তা-ই উপস্থাপন করি যা নবীগণ উপস্থাপন করেছেন। তিনি (আ.) বলেন, কুরআন, হাদীস ও যৌক্তিক প্রমাণাদি অর্থাৎ যুগের অবস্থা যা এক সংস্কারককে হাতছানি দিয়ে ডাকছে আর সেসব নিদর্শন যা আল্লাহ্ আমার মাধ্যমে প্রকাশ করেছেন আমি সেগুলোর একটি চিত্র অঙ্কন করেছি যাতে প্রায় দেড়শত নিদর্শনের উল্লেখ করেছি। এক দৃষ্টিকোণ থেকে কোটি কোটি মানুষ এর সাক্ষী রয়েছে। বাজে কথা উপস্থাপন করা সৌভাগ্যের কাজ নয়।

মহানবী(সা.) এ কারণেই বলেছেন, তিনি হাকাম হয়ে আসবেন। অর্থাৎ মসীহ্ মওউদ হাকাম বা ন্যায় বিচারক হিসেবে আসবেন, তার সিদ্ধান্ত গ্রহণ কর। তিনি সিদ্ধান্তদাতা হবেন তার সিদ্ধান্ত মেনে নাও। যাদের হৃদয়ে দুষ্কৃতি থাকে,তারা যেহেতু সত্য মানতে চায় না তাই তারা বাজে যুক্তি এবং আপত্তি উপস্থাপন করে থাকে। কিন্তু তাদের স্মরণ রাখা উচিত যে, পরিশেষে খোদা তা'লা স্বীয় প্রতিশ্রুতি অনুসারে জোরালো আক্রমণের মাধ্যমে আমার সত্যতা স্পষ্ট করবেন। আমি দৃঢ় বিশ্বাস রাখি, আমি যদি প্রতারণামূলক কোন দাবি করতাম তাহলে তিনি আমাকে তাৎক্ষণিকভাবে ধ্বংস করে দিতেন। কিন্তু আমার পুরো কার্যক্রম তাঁর নিজেরই কার্যক্রম আর আমি তাঁর পক্ষ থেকেই এসেছি। আমাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করা তাঁকেই মিথ্যা প্রতিপন্ন করার নামান্তর। তাই তিনি নিজেই আমার সত্যতা স্পষ্টভাবে প্রকাশ করবেন।

মসীহ্ মওউদকে অস্বীকার করলে কীভাবে তা মহানবী (সা.) কে মিথ্যাবাদী হিসেবে প্রত্যাখ্যান বলে গণ্য হয়?– এ বিষয়টিকে বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি (আ.) বলেন, মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ (সা.) কে কীভাবে অস্বীকার করা হয়? তিনি বলেন, এটি এভাবে হয় যে, মহানবী (সা.) যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, প্রত্যেক শতাব্দীর শিরোভাগে মুজাদ্দেদ আসবে তা নাঊযুবিল্লাহ্ মিথ্যা প্রমাণ হবে। আর তিনি যে বলেছিলেন, 'ইমামুকুম মিনকুম'তাও নাঊযুবিল্লাহ্ ভুল প্রমাণিত হয়।এছাড়া খ্রিষ্টীয় নৈরাজ্যের যুগে তিনি যে এক মসীহ্ ও মাহদীর আগমনের সুসংবাদ দিয়েছিলেন তাও নাঊযুবিল্লাহ্ ভুল প্রমাণিত হয়। কেননা নৈরাজ্য বিদ্যমান হওয়া সত্ত্বেও যে ইমামের আসার ছিল তিনি আসেন নি। এখন এই কথাগুলো স্বীকার করলে কার্যত সেমহানবী (সা.) এর প্রত্যাখ্যানকারী সাব্যস্ত হবে, নাকি না? তিনি (আ.) বলেন, আমি কুরআন ও হাদীসের সত্যায়নকারী ও সত্যতার প্রমাণ। আমি পথভ্রষ্ট নই বরং মাহ্দী। আমি কাফের নই বরং 'আনা আউয়ালুল মুমিনীন'– এর যথাযথ সত্যায়নস্থল। আমি যা কিছু বলি, খোদা আমার সামনে প্রকাশ করেছেন যে, এটি সত্য। খোদার সত্তায় যার বিশ্বাস আছে এবং কুরআন ও রসূলুল্লাহ (সা.) কে যে ব্যক্তি সত্য মনে করে তার জন্য এ প্রমাণই যথেষ্ট যে, সে যেন আমার মুখে শুনেই নীরবতা পালন করে। কিন্তু যে ধৃষ্ট এবং দুঃসাহসী তার কী চিকিৎসা করা যাবে? আল্লাহ্ তা'লা স্বয়ং তাকে বুঝাবেন।

অতএব এদের হৃদয়ে যদি কার্পণ্য ও হঠকারিতা না থাকে তাহলে আমার কথা শোনা উচিত এবং আমার অনুসরণ করা উচিত, এরপর দেখুক– খোদা তাদেরকে অন্ধকারে পরিত্যাগ করেন নাকি আলোর দিকে নিয়ে যান? আমি দৃঢ় বিশ্বাস রাখি যে, ধৈর্য ও নিষ্ঠার সাথে যে আমার দিকে আসবে তাকে ধ্বংস করা হবে না, বরং সে সেই জীবনের অংশীদার হবে যা অমর। অর্থাৎ এ পৃথিবীতেও সম্মান লাভ করবে আর পরকালেও খোদা তা'লা তাকে পুরস্কারে ভূষিত করবেন। তিনি (আ.) বলেন, যার হৃদয় স্বচ্ছ এবং যার মাঝে তাকওয়াও আছে তার সামনে দ্বিতীয়বার আগমন সম্পর্কে হযরত ঈসা (আ.)-এর সিদ্ধান্ত উপস্থাপন করছি, সে আমাকে বুঝাক যে, 'ঈসা আসার পূর্বে এলিয়ার আগমণ আবশ্যক' ইহুদিদের এ প্রশ্নের উত্তরে ঈসা (আ.) যা বলেছেন তা সঠিক কিনা?

তিনি (আ.) বলেন, ঈসা (আ.) বলেছেন– এই ইয়াহিয়া-ই আগমনকারী ব্যক্তি, ইচ্ছা হলে গ্রহণ কর। একজন মু'মিন, যে আল্লাহতে বিশ্বাস রাখে আর জানে যে, খোদার প্রেরিতরা কীভাবে আসেন, সে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করবে যে, ঈসা (আ.) যা কিছু বলেছেন এবং করেছেন সেটিই সত্য ও সঠিক। এখন তোমরা আমাকে বল, এখনো সেই একই বিষয় নাকি ভিন্ন কিছু? যদি খোদাভীতি থাকে তাহলে 'এ দাবি মিথ্যা'– এ কথা বলার ধৃষ্টতা দেখাতে গিয়ে শরীর কেঁপে উঠার কথা। পরিতাপ এবং আক্ষেপের বিষয় হলো, এদের মাঝে এতটাও ঈমান নেই, যতটা সে ব্যক্তির ছিল যে ফেরাউনের জাতির অন্তর্ভুক্ত ছিল আর সে বলেছিল, এ ব্যক্তি যদি মিথ্যাবাদী হয় তাহলে নিজেই ধ্বংস হয়ে যাবে, আমার বিষয়ে যদি তাকওয়ার ভিত্তিতে কাজ নেওয়া হতো তাহলে কেবল এতটাই বলে দিত আর দেখত যে, খোদাতা'লা কি আমাকে সাহায্য করছেন নাকি আমার জামা'তকে ধ্বংস করছেন?

হুজুর আনোয়ার (আই.) বলেন, যে আওয়াজ ছোট্ট একটি গ্রাম থেকে উত্থিত হয়েছিল তা আজ আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় পৃথিবীর ২১০টি দেশে বিস্তৃতি লাভ করেছে আর এটি তাঁর সত্যাতার প্রমাণও বটে। দূরদূরান্তের বিভিন্ন অঞ্চল যেখানে ৩০/৪০ বছর পূর্বেও আহমদীয়াত পৌঁছার কোন ধারণাই ছিল না সেখানে আজ কেবল আহমদীয়াতের বার্তাই পৌঁছে নি বরং সেখানে আল্লাহ তা'লা এমন সব দৃঢ় ঈমানের অধিকারী মানুষ সৃষ্টি করছেন যা দেখে বিস্মিত হতে হয়। এখানে একটি ঘটনা বর্ণনা করছি।

বেনিন আফ্রিকার ছোট্ট একটি দেশ। সেখানে ২০১২ সনে একটি জামা'ত গঠিত হয়। গ্রামের এক ভদ্রলোক আহমদীয়াত গ্রহণ করেন, তার নাম ইব্রাহীম সাহেব। ইতিপূর্বে তিনি মুসলমান ছিলেন আর যথেষ্ট জ্ঞানী মানুষ ছিলেন। আহমদীয়াত গ্রহণের পর তিনি আন্তরিকতা ও নিষ্ঠায় উত্তরোত্তর উন্নতি করেন। আত্মীয়স্বজন এবং ভাইদের তবলীগ করা আরম্ভ করেন। তার ভাই তার তবলীগে বিরক্ত হয়ে বলেন, সে আমাদেরকে তবলীগ করে আমাদের ধর্ম থেকে বিচ্যুত করছে, তার সাথে সে ঝগড়াবিবাদ আরম্ভ করে কিন্তু তিনি তার তবলীগ অব্যাহত রাখেন। মানুষকে আহমদীয়াত তথা সত্যিকার ইসলামের বাণী পৌঁছাতে থাকেন। এভাবে তার প্রচেষ্টায় আল্লাহ্ তা'লার ফযলে আশপাশের তিনটি গ্রাম আহমদীয়াতভুক্ত হয়। ইব্রাহিম সাহেবের এক ভাই তার এক বন্ধুর যোগসাজশে তাকে হত্যা করার ষড়যন্ত্র করে। সে যেহেতু আহমদীয়াতের প্রসার ঘটিয়ে চলেছে তাই একমাত্র চিকিৎসা হলো তাকে হত্যা করা। ইব্রাহিম সাহেব বলেন, আমি স্বপ্নে দেখেছি। তার বড় ভাই এবং তার বন্ধু একটি গর্ত করে তাতে কিছু ফেলছে। তিনি বলেন, এ স্বপ্নের তিন দিন পরেই তার বড় ভাইয়ের বন্ধু হঠাৎ করে অসুস্থ হয় এবং মারা যায়। এর প্রেক্ষিতে সে বলা আরম্ভ করে যে, আমার ভাই আহমদী, সে আমার বন্ধুকে কোন যাদুটোনা করেছে। তিনি বলেন, কয়েক দিন পর আমি আবার স্বপ্নে দেখি, আমার ভাই এক গাছের সাথে দাঁড়িয়ে নিজেকে মাপছে। সে এলাকার রীতি হলো যখন কেউ মারা যায় তখন তার কবর খোড়ার জন্য এক বৃক্ষের বাকল দ্বারা লাশের মাপা নেয় হয় যেন সেই আকার অনুসারে কবর প্রস্তুত করা যায়। তিনি বলেন, কিছু দিন পর বড় ভাইয়ের অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রী অসুস্থ হয় আর দুই দিনের মধ্যেই মারা যায়। এরপর সন্তানরা অসুস্থ হওয়া আরম্ভ হয় আর কোন পরিবর্তন হচ্ছিল না। তার ভাই গুজব ছড়াতে থাকে যে, এই ব্যক্তি যাদুটোনা করে। আর স্থানীয় চীফ বা বাদশাহ্র কাছে সে অভিযোগ করে এবং সাহায্য চায়। সে কিছু অর্থ চায় আর তাকে বলে, আমি তার চিকিৎসা করছি। যাহোক তার ভাই টাকা প্রদান করে। বাদশাহ্ ইব্রাহিম সাহেবকে ডেকে পাঠায় আর তিনি তার কাছে গেলে সে অত্যন্ত রাগ ও ক্রোধের সাথে বলে, তুমি কি তামাশা বানিয়ে রেখেছো, নতুন ধর্ম অবলম্বন করেছ, নতুন ধর্মের সূচনা করেছ, এই মূহুর্তে এটি পরিত্যাগ কর আর তওবা কর, অন্যথায় তুমি আগামীকালের সূর্য দেখবে না, তোমার জীবনে আগামীকাল আসবে না। ইব্রাহিম সাহেব বলেন, আমি সত্য মনে করেই ধর্ম গ্রহণ করেছি, তাই এটি আমি পরিত্যাগ করতে পারি না। বাকি থাকল মৃত্যুর কথা, জীবন ও মৃত্যু তো আল্লাহ্র হাতে। এ কথা শুনে বাদশাহ্ বলে, এই এলাকার খোদা আমি, আমি যা চাই করি। আর তুমি ভালোভাবে জান যে, আমি কী সিদ্ধান্ত নিতে যাচ্ছি। আমি যার সম্পর্কে বলে দেই, সে কাল পর্যন্ত মারা যাবে সে অবশ্যই মারা যায়।

ইব্রাহিম সাহেব বলেন, ঠিক আছে তুমি অন্য লোকদের হয়তো এমনটি বলে থাকবে কিন্তু এ জন্য তোমাকে আমার কিছুই বলার নেই। আমি আহমদীয়াত ছাড়ব না, কেননা এটিই হলো প্রকৃত ও সত্য ইসলাম। চীফ তখন আরো ক্ষেপে যায়, সে তার লোকদেরকে বলে, একে নিয়ে কামরায় আটকে রাখ। তারা তাকে নিয়ে যাচ্ছিল তখন ইব্রাহিম সাহেব তাদেরকে বলেন, তোমরা আমার বিষয়ে নাক গলাবে না। এ বিষয়টি পরিত্যাগ কর, আমাকে আবদ্ধ না করে ছেড়ে দাও, আমাকে যেতে দাও। যাহোক তারাও লোভী হয়ে থাকে, কিছু অর্থ নিয়ে তারা তাকে ছেড়ে দেয়। সেই চীফ বা বাদশাহ্ তার জীবনাবসান ঘটাবে দূরের কথা পরের দিনই খবর আসে যে, সেই বাদশাহ্পক্ষাঘা তে আক্রান্ত হয়েছে এবং নড়াচড়া করার শক্তিও হারিয়ে ফেলেছে। দুদিন পরেই সে মারা যায়। এটি দেখে তার বড় ভাই, যে তার বিরোধী ছিল, সে তার বংশের লোকদের বলে, আমাদের মাঝে মীমাংসা বা সন্ধি করিয়ে দিন। তিনি বলেন, আমার কারো সাথে কোন ঝগড়া ছিল না, আমি এমনিতেই শান্তিপ্রিয় আর ইসলামের বার্তাও এটিই। চীফের মারা যাওয়ার এই নিদর্শন দেখে সেই অঞ্চলে সুগভীর প্রভাব পড়ে এবং এ বিষয় নিয়ে অনেক চর্চা বা আলোচনা হয় আর আহমদীয়াতের সত্যতা প্রমাণিত হয়। অতএব আজও হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সমর্থনে এমন বিষয় প্রমাণিত হচ্ছে।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন,

দেখ! আমি আল্লাহ্র কসম খেয়ে বলছি, সহস্র সহস্র নিদর্শন আমার সত্যতার প্রমাণস্বরূপ প্রকাশিত হয়েছে এবং হচ্ছে আর ভবিষ্যতেও হবে। এটি নয় যে, তা বন্ধ হয়েগেছে। তিনি বলেন, ভবিষ্যতেও হবে। এটি যদি মানবীয় ষড়যন্ত্র হতো তাহলেএর এতটা সাহায্য ও সমর্থন আদৌ করাহতো না। এটি আল্লাহ্ তা'লারই পরিকল্পনা, যে কারণে সাহায্য ও সমর্থন করা হচ্ছে।

তিনি (আ.) বলেন, অনেক লোক এমন আছে যারা এই আপত্তি করে যে, এই জামা'তের কী প্রয়োজন, আমরা কি নামায, রোযা করি না? এরা আসলে মানুষকে এভাবে প্রতারিত করে আর এটি তেমন কোন আশ্চর্যের বিষয় নয় যে, অনবহিত বা অজ্ঞ কিছু লোক এমন কথা শুনে প্রতারিত হবে এবং তাদের সুরে সুর মিলিয়ে বলবে, আমরা যেখানে নামায পড়ি, রোযা রাখি, হজ্জ করি, ওজিফা পড়ি সেখানে এই নতুন বিশৃঙ্খলার প্রয়োজন কি ছিল? নতুন ফির্কা বানিয়ে কেন বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করা হলো? আমরা যেহেতু নামায, রোযা করছি, তাই তোমাদের জামা'তভুক্ত হওয়ার দরকার কী, আর একটি নতুন ফেতনা ও নৈরাজ্যের কি প্রয়োজন? তিনি বলেন, স্মরণ রেখো! এমন কথা বুদ্ধির অভাবে এবং তত্ত্বজ্ঞান না থাকার কারণে বলা হয়। এটি আমার কাজ নয়, এই বিশৃঙ্খলা (যা তাদের দৃষ্টিতে বিশৃঙখলা) যদি কেউ সৃষ্টি করে থাকে তবে তিনি হলেন আল্লাহ্ তা'লা যিনি এই জামা'ত প্রতিষ্ঠা করেছেন। আমি এই জামা'ত প্রতিষ্ঠা করি নি বরং আল্লাহ্ তা'লা এটি প্রতিষ্ঠা করেছেন। কেননা ঈমানী অবস্থা দুর্বল হতে হতে এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে, ঈমানী শক্তি সম্পূর্ণরূপে হারিয়ে গেছে আর আল্লাহ্ তা'লা এই জামা'তের মাধ্যমে সত্যিকার ঈমানের প্রেরণা সঞ্চারের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। এরূপ অবস্থায় তাদের আপত্তি করা বৃথা ও বেহুদা কাজ। অতএব বাহ্যিক আচার অনুষ্ঠান তারা পালন করে ঠিকই কিন্তু তাতে কোন প্রাণ নেই, তাকওয়া নেই। তিনি বলেন, যারা নিজেকে মুসলমান দাবি করে তাদের কর্ম যদি নেক হতো তাহলে সেগুলোর পবিত্র ফলাফল কেন প্রকাশ পায় না?

মসীহ মওউদের আগমনের উদ্দেশ্য হলো অভ্যন্তরীণ ও বহিস্থ নৈরাজ্য ও আক্রমণ থেকে ইসলামকে রক্ষা করা এবং মহানবী (সা.)ও এ বিষয়েরই সংবাদ দিয়েছেন–এ কথার ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি (আ.) বলেন, মহানবী (সা.) শেষ যুগ সম্পর্কে সংবাদ দিয়েছেন যে, তখন দুধরনের নৈরাজ্য মাথাচাড়া দিবে। একটি হলো অভ্যন্তরীণ অপরটি বহিস্থ। অভ্যন্তরীণ নৈরাজ্য হলো, মুসলমানরা সত্যিকার হেদায়াতের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে না, অপকর্মের ছত্রছায়ায় থাকবে, তাদের মাঝে কোন নেককর্ম থাকবে না। আর বহিস্থ নৈরাজ্য হলো, মহানবী (সা.)-এর পবিত্র সত্তার প্রতি অপবাদ আরোপ করা হবে। এটিও আজকাল অনেক বেশি হচ্ছে। আর সকল প্রকার মর্মপীড়াদায়ক আক্রমণের মাধ্যমে ইসলামের অসম্মান ও ইসলামকে ধ্বংসের অপচেষ্টা করা হবে। ঈসার প্রভুত্ব মানানোর জন্য এবং তার ক্রুশীয় অভিশাপের প্রতি ঈমান সৃষ্টির জন্য সকল প্রকার কৌশল ও ষড়যন্ত্র করা হবে।

হুজুর আনোয়ার (আই.) বলেন, অতএব আমরা যারা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে মেনেছি, আমাদের খোদার সাথে সুসম্পর্ক এবং তাকওয়ার মান অন্যদের চেয়ে উন্নত হওয়া উচিত। মোটের উপর তিনি যে চিত্র অঙ্কন করেছেন সেই চিত্র আমাদের হওয়া উচিত নয়। আমাদের ব্যবহারিক অবস্থা অন্যদের চেয়ে ভালো হওয়া উচিত। আমাদের কর্ম সব সময় খোদার সন্তুষ্টিসম্মত এবং সৎকর্ম হওয়া উচিত।

নেক কর্মের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে অর্থাৎ নেককর্ম কী– এর বর্ণনায় তিনি (আ.) বলেন, কুরআন শরীফে আল্লাহ্ তা'লা ঈমানের পাশাপাশি সৎকর্মকেও রেখেছেন। সৎকর্মের সংজ্ঞা হলো এমন কর্ম যাতে বিন্দুমাত্র ত্রুটিও থা কেনা। স্মরণ রেখো! মানুষের কর্মের পিছনে সব সময় চোর লেগে থাকে। সেই চোর কী? কোন ধরনের চোর লেগে থাকে কর্মের পিছনে? সেটি হলো রিয়াকারী অর্থাৎ মানুষ যখন লোকদেখানোর জন্য কোন কাজ করে, আত্মশ্লাঘা অর্থাৎ কোন কাজ করে মনে মনে আনন্দিত ও গর্বিত হয় আর বিভিন্ন প্রকার অপকর্ম ও পাপ, যা তার দ্বারা সাধিত হয় সেগুলোর ফলে মানুষের নেককর্ম ধ্বংস হয়ে যায়। সৎকর্ম সেটি যাতে কোন অন্যায়, আত্মশ্লাঘা, লোকদেখানো ভাব, অহংকার এবং মানুষের অধিকার পদদলিত করার বিন্দুমাত্র চিন্তাও থাকেনা। নেক আমলের মাধ্যমে মানুষ যেভাবে পরকালে রক্ষা পায় একইভাবে সে পৃথিবীতেও রক্ষা পায়। নেককর্ম যদি থাকে তাহলে আল্লাহ্ সন্তুষ্ট হবেন এবং বিভিন্ন পুরস্কারে ভূষিত করবেন। একইভাবে পৃথিবীতেও মানুষ যদি সৎকর্মপরায়ণ হয় তাহলে অনেক জাগতিক দুশ্চিন্তা ও দুঃখকষ্ট থেকে মানুষ রক্ষা পায়। পুরো ঘরে যদি একজনও সৎকর্ম পরায়ণ মানুষ থাকে তাহলে পুরো ঘর রক্ষা পায়। নিশ্চিত জেনো! তোমাদের মাঝে যদি সৎকর্ম না থাকে তবে শুধু মানা কোন কাজে আসবে না। চিকিৎসক ব্যবস্থাপত্র লিখে দেয়ার অর্থ হলো তাতে যা লেখা থাকে তা সংগ্রহ করে ব্যবহার করা। সে যদি সেসব ঔষধ ব্যবহারনা করে শুধু ব্যবস্থাপত্র নিজের কাছে রেখে দেয় তাহলে তার

কী লাভ হবে? এখন তোমরা তওবা করেছ তাই ভবিষ্যতে খোদা তা'লা দেখতে চান, এই তওবার মাধ্যমে তোমরা নিজেদেরকে কতটা পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন করেছ? এখন সেই যুগ এসেগেছে যখন আল্লাহ তা'লা তাকওয়ার মাধ্যমে পার্থক্য করতে চান। অনেকে আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে অভিযোগ করে আর নিজেদের অভ্যন্তরীণ অবস্থা যাচাই করে না। মানুষের অভ্যন্তরীণ অমানিশাই ক্ষতির কারণ হয়ে থাকে অন্যথায় খোদা তা'লা তো খুবই দয়ালু ও কৃপালু। কিছু মানুষ এমন রয়েছে যারা পাপ সম্পর্কে অবহিত থাকে আর কিছু লোক এমনও আছে যারা পাপ সম্পর্কে অবহিতও থাকে না। এ জন্যই আল্লাহ তা'লা স্থায়ীভাবে ইস্তেগফারের ব্যবস্থা করিয়েছেন। সব সময় ইস্তেগফার করতে থাকা উচিত। যেন মানুষ সকল পাপের জন্য তা হোক বাহ্যিক বা অভ্যন্তরীণ, সে তা জানুক বা না জানুক এবং হাত, পা, মুখ, নাক, কান, চোখ এক কথায় সকল প্রকার পাপ থেকে ইস্তেগফার করতে থাকে। অর্থাৎ এমন কোন জিনিস বা কর্ম যেন না থাকে অথবা দেহের কোন অঙ্গের যেন এমন কোন ব্যবহার না হয় যার ফলে পাপ হতে পারে। তাই ইস্তেগফার কর যেন শরীরের প্রতিটি অঙ্গ পাপমু ক্ত থাকে। আজকাল আদম (আ.)-এর দোয়া পড়া উচিত আর সেই দোয়া কোনটি? তা হলো,

رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ (সূরা আল আ'রাফ : ২৪) এই দোয়া আদিতেই গৃহীত হয়েছে। যে ব্যক্তি উদাসীনতায় জীবন অতিবাহিত করে না মোটেই আশা করা যায় না সে শক্তির অতীত কোন বিপদে নিপতিত হবে। অর্থাৎ যে ব্যক্তি আল্লাহ্ তা'লার ভয়ে জীবন অতিবাহিত করে সে কখনো অস্বাভাবিক কোন সমস্যা ও বিপদে নিপতিত হয় না। তিনি (আ.) বলেন, আল্লাহর অনুমতি ছাড়া কোন বিপদ আপদ আপতিত হয় না। যেভাবে আমার প্রতি এই দোয়া ইলহাম হয়েছে যে, رب کل شیء خادمك رب فاحفظنی وانصرنی وارحمنی তিনি (আ.) বলেন, আমার বিশ্বাস হলো সব কিছুই তাঁর হাতে, তা উপকরণের মাধ্যমে করুক বা উপকরণ ছাড়া। আল্লাহ্ তা'লা কোন মাধ্যম সৃষ্টি করেন বা না করেন সব কিছুই খোদার হাতে রয়েছে। কাজেই এই দোয়া পড়া উচিত আর এই উভয় দোয়ার প্রতি মনোযোগ দিন এবং অনুধাবন করুন।

অতএব প্রত্যেক আহমদীর এবং আমাদের প্রত্যেকের আত্মবিশ্লেষণ করা উচিত। আমরা যদি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) কে মেনে থাকি তাহলে এই মানা ও বয়আতের সুবাদে আমাদের ওপর যে দায়িত্ব বর্তায় তা কি আমরা পালন করছি? আমি প্রায় সময় খোঁজ নিয়ে দেখেছি, এ বিষয়টি সামনে আসে যে, আমাদের মাঝে এমন অনেকেই আছে যারা সঠিকভাবে নামায পড়েন না, নামাযের প্রতি পূর্ণ মনোযোগই নেই। কিছু মানুষের তো ইস্তেগফারের প্রতি আদৌ মনোযোগ নেই। পরস্পরের অধিকার সংরক্ষণের প্রতি মনোযোগ নেই। অবস্থা যদি এমনই হয় তাহলে আমরা কীভাবে বলতে পারি যে, আমরা সৎকর্ম করছি এবং হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর হাতে বয়আতের সুবাদে যে দায়িত্ব বর্তায় তা আমরা পালন করছি? অন্যরা না মেনে পাপ করছে। যারা মানে নি, অস্বীকার করছে তারা পাপে লিপ্ত আর আমরা মানার পর নিজেদের মাঝে পরিবর্তন না এনে এবং একটি অঙ্গীকার করে তা রক্ষা না করার কারণে পাপ করছি। তাই গভীর উৎকণ্ঠার সাথে আমাদের সবার আত্মজিজ্ঞাসা করা উচিত।

আল্লাহ্ তা'লা করুন, আমরা যেন শুধু প্রথাগতভাবে মসীহ্ মওউদ দিবস উদ্‌যাপন না করি বরং মসীহ্ মওউদকে মানার সুবাদে যে দায়িত্ব বর্তায়, তা পালনকারীও হই। সকল প্রকার অভ্যন্তরীণ ও বহিস্থ ফিতনা থেকে নিরাপদ থাকি। আল্লাহ তা'লা আমাদেরকে সব সময় স্বীয় নিরাপত্তা বেষ্টনীতে স্থান দিন এবং সকল সমস্যা ও বিপদাপদ থেকে রক্ষা করুন।

হুজুর (ইআ.) বলেন, আজ একটি ঘোষণা রয়েছে বরং এটি একটি খুশির সংবাদও বটে। 'আল্ হাকাম' পত্রিকা যা কাদিয়ান থেকে প্রকাশিত হতো, পুনরায় এর প্রকাশনা ১৯৩৪ সনে শুরু হয় এবং আবার বন্দ হয়ে যায়। আজকে ইংরেজী ভাষায় এখান থেকে সেটি চালু হচ্ছে। এই পত্রিকাটি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর যুগের প্রথম পত্রিকা ছিল। এটি কম সংখ্যায় ছাপা হবে কিন্তু ইন্টারনেটে থাকবে। খুতবার অব্যবহিত পরেই www.alhakam.orgওয়েব সাইটে এটি পাওয়া যাবে। একইভাবে মোবাইল ফোন, ট্যাবলয়েড ইত্যাদির জন্য 'আল্ হাকাম' নামে অ্যাপও পাওয়া যাবে যা ডাউনলোড করে এই পত্রিকাটি খুব সহজেই পাঠ করা যাবে। এই অ্যাপ প্রচলিত মোবাইল ফোন সিষ্টেম যেমন অ্যাপেল ও এ্যান্ড্রয়েড-এ ডাউনলোড করার জন্য খুতবার অব্যবহিত পরেই পাওয়া যাবে। এবারের সংখ্যাটি মসীহ্ মওউদ দিবস উপলক্ষে বিশেষ সংখ্যা। ভবিষ্যতে প্রত্যেক জুমুআর দিন নতুন সংখ্যা আপলোড হবে আর ছাপাও হবে কিন্তু সংখ্যায় কম হবে। যাহোক এটি থেকে মানুষ উপকৃত হতে পারে। এবার এই পত্রিকার চালু হওয়া যেন স্থায়ী হয় আর এটি যেহেতু ইংরেজী ভাষায় হবে তাই ইংরেজী ভাষাভাষী মানুষের এটি থেকে বেশি লাভবান হওয়া উচিত।

Khulasa Khutba Jumma (Bangla) Huzoor Anwar (atba) 23 March 2018

BOOK POST (PRINTED MATTER)

To .....

.....

From: Ahmadiyya Muslim Mission Nalhati, Piranpara, Birbhum, 731243, W.B